ভি া য়ে া না

ভিয়েনায় মঞ্চায়িত হলো নাটক একাত্তরের পালা

'একাত্তরের পালা' নাটকে মৃধা শামসুল হক, হিমায়েত হিমু ও বিজন দাস

বিশ্ব সংস্কৃতির রাজধানী হিসেবে খ্যাত ইউরোপের অনন্য সুন্দর নগরী ভিয়েনায় সম্প্রতি মঞ্চায়িত হলো নাসিরুদ্দিন ইউসুফ রচিত নাটক 'একাত্তরের পালা'। সেলিম, তাহের ও মৃধা শামসুল আলম নোবেলের নির্দেশনায় নাটকটি এ নগরীতে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। ইন্টারকুল থিয়েটারে মঞ্চায়িত একই দিনে মঞ্চায়িত দুটি শো'তেই বিপুলসংখ্যক দর্শক উপস্থিত থেকে সপ্তাহ শেষের এ দিনটিকে আনন্দে মুখরিত করে তোলেন। আমাদের প্রবাসী নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের এ নাটক দেখে অনুপ্রাণিত হয় মুক্তিযুদ্ধের নতুন চেতনায়। দেশমাতৃকা আর আমাদের প্রিয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এক নতুন ভালোবাসা আপ্লুত করে সবার হৃদয়-মনকে। সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন আঙ্গিকে মঞ্চায়িত এ নাটকে আবহসঙ্গীতে ছিলেন ফাহাম বিদ্রহ, মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব পালন করেন মৃধা নোবেল, মাহেরুল হক ও চৌধুরী আরিফ। অঙ্গসজ্জায় ছিলেন উজ্জলা মার্থা রোজারিও ও শাহিনা হক, আলোক নিয়ন্ত্রণ করেন মাসুদ রেজা রিপন, গ্রাফিক্স লে আউটে ছিলেন আরিফ মাহমুদ সুজন, স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্র ধারণ করেন মোহাম্মদ মানিক হোসেন। উপস্থাপনায় ছিলাম আমি। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন উজ্জলা মার্থা রোজারিও, মাহেরুল হক শামীম, মৃধা শামসুল আলম নোবেল, সেলিম মোল্লা ইকবাল, চৌধুরী আরিফ হিমায়েত হিমু, চৌধুরী মানিক চন্দ্র, শাহিনা হক আশা, মোহাম্মদ মানিক হোসেন, ওবায়দুর রহমান, জয়ন্ত সাহা, তপন এডওয়ার্ড রোজারিও ও বিজন দাস। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ নাট্যদলের প্রযোজনায় মঞ্চায়িত সবক'টি নাটকের মধ্যে একাত্তরের পালা নাটকটি ছিল সবচাইতে সফল মঞ্চায়ন।

আলী মোহাম্মদ শাহেদ, ভিয়েনা

ই া টা া লি

নাই নাই শুনতে চাই না

Italy-র Milano শহরে থিয়েটার Vergaতে গত ৯ নবেম্বর বাংলাদেশের ওপর এক প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। এই প্রামাণ্য চিত্রটি তৈরি করেছেন মি. রবার্তো কসো ও তার স্ত্রী Astrid Angehrn. মি. কসো সরাসরি আমার শিক্ষক হওয়ার সুবাদে আমার কাছ থেকে উনি অনেক তথ্য নিয়েছেন এবং বিশেষভাবে ২১ ফেব্রুয়ারিকে খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছেন। মি. কসো বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অনেক দেশের ওপরই প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন। যেমন- ভুটান, নেপাল, ভারত, ইরান, চায়না। এছাড়াও আরো অনেক দেশ। থিয়েটার Vergaতে বিনা টিকেটে এসব অনুষ্ঠান/ প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। প্রামাণ্যচিত্রে উঠে এসেছে বন্যা সমস্যা, আর্সেনিক সমস্যা, ঢাকার পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, জনসংখ্যা সমস্যাসহ নানা দিক। তুলে ধরা হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ, নারীশিক্ষার প্রসারের অগ্রগতি, গ্রামীণ ব্যাংকসহ কিছু ভালো ভালো দিক।

কসোর, প্রামাণ্য ছবি দেখার পাস

এই অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে দর্শকদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই পর্বে অংশ নিতে গিয়ে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারিনি। দর্শকরা বলছিল হল্যান্ড বা অন্যান্য দেশের মতো বাঁধ তৈরির কথা। আমরা শুধু সমস্যার কথা জানি, সমাধানের ব্যাপারে কিছু

বলতে পারি না। আমাদের কাছে তথ্য নেই। ফারাক্কা সমস্যা আছে এর কি কোনো সমাধান নেই। সমস্যা সমাধানের কি কোনো প্রচেষ্টা হতে পারে না? আমরা আত্মপক্ষে কি বলবো? পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে, শিক্ষার অগ্রগতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চলছে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের। এতে আমাদের সাফল্য খাটো করে দেখার নয়। বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? ইউরোপের অনেকে Bangladesh সম্পর্কে জানতে চায়, বেড়াতে আসতে চায়। সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের ভ্রমণ বাণিজ্যের কোনো উন্নয়ন করতে পারিনি। একটি মন্ত্রণালয় আছে যার মধ্যে বাণিজ্য সীমাবদ্ধতা নেই, নেই কোনো সঠিক উদ্যোগ পরিকল্পনা, সঠিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞাপন। শুধু নেই নেই ট্যারিজমের মতো এতো বড় একটি শিল্পে উদ্যোগ। নেই নিরাপত্তা। কি বলবো বিদেশীদের? এই ক্ষেত্রটি তৈরি করা কি খুব কঠিন? আমাদের শুধু নাই নাই আর পারি না শুনতে ভালো লাগে না!

ইটালিতে চাকরি

ইটালিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখনো পর্যন্ত চাকরির বাজার খুব যে খারাপ তা কিন্তু নয়। চাকরি পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে আপনি তাকে কিভাবে খুঁজছেন? আপনার যদি কোনো ভালো টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকে, আপনি যদি নিজেকে মনে করেন হ্যাঁ আমি এই কাজটি পারবো অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস থাকে তবে বসে কেন? আমাদের দেশের সাইবার ক্যাফেগুলো এতো কম পয়সায় ব্রাউজিং করার সুযোগ করে দিয়েছে আপনি জানেন Italyতে আমরা ব্রাউজিং করি ঘণ্টায় ২.৫০ সেন্ট অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় যা কিনা ২৮৮ টাকা, সেখানে আমাদের দেশে ১০-১৫ টাকা ঘণ্টায় ব্রাউজিং করা যায়। আমি কিছু ওয়েবসাইট ও E-mail ঠিকানা দিলাম আপনি আপনার CV পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

www.lavoroeprofessoni. it/www. Open job. it. আইটির লোকরা যোগাযোগ করুন।

lavoroecarriere@ edeureka. it

info@cdcol. it/www. teammanagement.it

www.generale industrielle. it

www. manpower. it . www. Umana. it

www. Obiettivolavoro. it

তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এসব জায়গায় আবেদন করে মনে করবেন না সঙ্গে সঙ্গে কাজ হতেও পারে আবার কখনো কখনো ৬ মাস থেকে ১ বছর লাগতে পারে। আমার জানামতে, আফ্রিকা থেকে এক ছেলে আবেদন করার ১ বছর পর তার কাজ পেয়েছে। চায়নার দুটো ছেলে বর্তমানে Alcatel-এর মতো ফরাসি বড় কোম্পানিতে এদের Milan শাখায় কর্মরত।

ইটালিতে বসবাস

ইউরোপের অন্য দেশ জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ডের মতো Italyতে একজন মানুষের কাজ নেই তাকে সরকার কোনো প্রকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেবে না। আবাসিক সমস্যা প্রকট, খোদ ইটালিয়ানদের জন্যও উত্তরাধিকার সূত্রে নতুবা ক্রয় বা ভাড়া করে থাকে। আপনার কাজ নেই, পয়সা নেই। এমতাবস্থায় ইউরোপের অন্যান্য দেশ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। Italyতে তেমন কোনো সুযোগ নেই। তবে আপনি বাসার জন্যে আপনার মিউনিসিপাল অফিসে আবেদন করতে পারেন। কবে পাবেন তার নিশ্চয়তা নেই। ৫ বছরও হতে পারে আবার ৩০ বছরও হতে পারে। শিক্ষা ব্যয়বহুল, এ কারণে শিক্ষিতের হার ইটালিতে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। চিকিৎসাও ব্যয়বহুল। আপনার পারিবারিক ডাক্তার ছাড়া অন্যান্য যেকোনো ডাক্তারের ভিজিট (সরকারি ডাক্তার) ১৬ Euro কমে নেই। এমনকি পারিবারিক ডাক্তারের কাছ থেকে কোনো প্রকার সনদ গ্রহণ করতে হলেও পয়সা দিতে হবে। ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে চিকিৎসা বিনে পয়সায় হয়। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে এনে জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো পয়সা দেয়া হয় না। সরকারি হাসপাতালে টিকেট কেটে ডাক্তার দেখাতে ৩৫/৩৬ Euro fee দিতে হয়। Italyতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এতো বেশি তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

আপনি যদি Rome/Milanoতে আপনার রেসিডেন্ট পারমিট মেয়াদ শেষ হলে বাড়াতে চান তবে ১ বছর থেকে ৮ মাস লাগবে কমপক্ষে। এই ১ বছর আপনি কোথাও যেতে পারছেন না ইটালি ছেড়ে। যখন হাতে পাবেন তখন দেখা যাবে আর ১ বছর পর আবার নবায়ন করতে হবে। দেশ থেকে বউ-বাচ্চাকে কাছে আনতে চান এর জন্য আবেদন করার পর কমপক্ষে ৬ মাস অপেক্ষা করুন, তারপর বাংলাদেশস্থ ইটালীয় দূতাবাসে ৬ মাস থেকে ১ বছর ঘোরাঘুরি করে তবেই আসার Visa পাওয়া যাবে। Italy এসে পৌঁছে রেসিডেন্ট পারমিটে আবেদন করবেন, ওটা পেতে আবার ১ বছর অপেক্ষা করুন।

Islam Shaheedul, Piazza Unita'D Italia 2E, 20059 Vimercate (MI), Italy
shakhidul@yahoo.com

সুইডেন

প্রবাসী বাঙালি লিয়াকতের পুরস্কার লাভ

সুইডেনস্থ সোলেন্টুনা কমিউন (স্থানীয় সরকার) থেকে ২০০৪ সালের সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন প্রবাসী লেখক ও অনুবাদক লিয়াকত হোসেন। উল্লেখ্য যে, কোনো বাঙালির সুইডিশ কমিউন সাহিত্য পুরস্কার লাভ এই প্রথম। সোলেন্টুনা কমিউন থেকে প্রতি বছর সাহিত্য পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে। সোলেন্টুনা কমিউন আধা-সরকারি সুইডিশ সংস্থা। প্রতি বছর বিচারকমন্ডলী ২৫ থেকে ৩০ জন কবি-সাহিত্যিককে মনোনয়ন দেন, তার মধ্য থেকে একজনকে সাহিত্য পুরস্কার দেয়া হয়।

এ বছর (২০০৪) সাহিত্য পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন ২১ জন এবং সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন প্রবাসী লেখক-অনুবাদক লিয়াকত হোসেন। গত ১১ নবেম্বর বিচারকমন্ডলী চিঠি দিয়ে লেখককে পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরটি জানিয়েছেন। গত ১৭ নবেম্বর সোলেন্টুনা কমিউন থেকে প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে লিয়াকত হোসেনের বাংলাদেশ ও সুইডেনের পটভূমি ও পুরস্কারপ্রাপ্তির মটিভেশন উল্লেখ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর সোলেন্টুনা রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হবে। পুরস্কারের প্রাইজমানি বাংলাদেশী টাকায় এক লাখ টাকা। লিয়াকত হোসেন সুইডেন থেকে দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ প্রকাশিত বাংলা সাময়িকী 'পরিক্রমা'র প্রধান সম্পাদক এবং সুইডিশ সাহিত্য থেকে বাংলায় এবং বাংলা সাহিত্য থেকে সুইডিশে অনুবাদ কর্মরত। তাঁর প্রকাশিত অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে সুইডিশ শিশু সাহিত্যিক আস্ট্রিদ লিন্দগ্রেনের বুলারবি, লুন্নেবেরিয়া এমিল, ব্রোকমকারগতানের লত্তা, প্যার নিলসনের ভালোবাসার মেয়েটির নাম মিলেনা, বারব্রো লিন্দগ্রেনের এক চাচার গল্প এবং বিশেষ কয়েকজন সুইডিশ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কবিদের পরিচিতিসহ অনূদিত বাংলা কবিতা পুস্তক 'নর্ডিক কবিতা'। বাংলা থেকে সুইডিশে কবি শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, জীবনানন্দ দাশের কবিতার অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহ নওমহলের অধিবাসী অনুবাদক লিয়াকত হোসেন দীর্ঘ বাইশ বছর যাবৎ সুইডেন প্রবাসী এবং চট্টগ্রাম ও স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা সাহিত্য ও সুইডিশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

আহমেদ কবির, সুইডেন
ahmedkabir2001@yahoo.se

সি ঙ্গা পু র

চলো ঘুরে আসি সিঙ্গাপুরের গ্রামে!

পৃথিবীর সব দেশেই, সব জাতির মধ্যেই কিছু না কিছু সংস্কৃতিমনা লোক রয়েছে। আর প্রকৃতিকে ভালোবাসে না এমন লোকের সংখ্যাও নগণ্য। তথাপিও এই যান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু সংস্কৃতিমনা লোক স্বার্থপরের মতো প্রকৃতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। তবে যারা সত্যিকার প্রকৃতিপ্রেমিক তারা দৈনন্দিন শত কর্মব্যস্ততা আর যান্ত্রিক জীবনকে স্থগিত করে কিছু সময়ের জন্য হলেও ছুটে যায় প্রকৃতির স্পর্শ পেতে। প্রকৃতির সঙ্গে এই অল্পখানিক প্রেমই তাদের মনকে স্বতঃস্ফূর্ত রাখে সর্বক্ষণ। Mr low ee lian আমাদের কোম্পানির এক ডিপার্টমেন্ট সুপারভাইজর। সিঙ্গাপুরিয়ান চাইনিজ। কোম্পানির প্রায় দু'শতাধিক লোকের মধ্যে তিনি খুব সংস্কৃতিমনা ও প্রকৃতিপ্রেমিক লোক। এই ৪০-৪৫ বছর বয়সে Mr low বিশ্বের প্রায় গোটা দশেক দেশ ঘুরেছেন শুধু সে দেশের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক রূপ-রঙ উপভোগ করার জন্য। তিনি প্রতি বছর ঈদ উৎসবে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণে আসেন। বাঙালির হাতের রান্না বিশ্বজোড়া খ্যাতি এটা মানতেই হবে। এখানেও Mr. Low-এর মুখের তারিফ আরেকটি প্রমাণ।

এবার মি. লোয়ের আরজি ঈদের বন্ধে বাঙালি শ্রমিকদের নিয়ে বারবাকিউ নাইটে বের হবেন। এমনকি সম্পূর্ণ খরচ তিনি বহন করবেন বলে প্রস্তাব রাখলেন। দিন-তারিখ ঠিক হলো। তবে ঈদের দিন নয়, তার পরদিন। কারণ ঈদের পরদিনও ছিল সরকারি ছুটি। সিদ্ধান্ত হলো যাওয়া হবে ওভিন আইল্যান্ড। আইল্যান্ডটির পুরো নাম পুলাও ওভিন। সেখানে মিলোর পৈতৃক নিবাস। নাম শুনতেই বন্ধুদের কেউ কেউ চমকে উঠল! কারো কারো প্রশ্ন, ওটা তো গ্রাম, জঙ্গল! ওখানে প্রচুর মশা! অনেকে বলল, ওখানে শেয়াল, কুকুরও বাস করে। আমি মনে মনে কৌতূহলী আর ইন্টারেস্ট বোধ করলাম। জায়গাটির নাম শুনেছি বেশ, তবে যাইনি কখনো। এ কংক্রিটের দেশে এখনো গ্রাম আছে? শেয়াল-কুকুর আছে? হাঁস-মুগরি আছে? শুনতেই অবিশ্বাস হচ্ছিল আমার। আমি বললাম, চলো ঘুরে আসি। আর যায় কোথা! হাততালিতে সবাই একমত। তৈরি হয়ে গেল রুমমেট জাহাঙ্গীর, আফজাল, বাবুল, সাখাওয়াত, স্বপন, জিয়াউর, খোকন, নুরুল, আক্তার, মজিবর, আলী হোসেন, রিপন ও রাজিব। সেদিনের আনন্দটাকে একটু ব্যতিক্রমভাবে উপভোগ করার জন্য দাওয়াত করলাম পাশের বাসার শিল্পী আক্তার ভাইকে। তিনি সঙ্গে নিলেন তার সঙ্গীত গ্রুপ বাবুল দাদা (তবলাবাদক), প্রিন্স

মাঝে (ঢ) মিস্টার লোয়ের ফ্যামেলির সাথে আমরা সবাই। হারমোনিয়াম হাতে শিল্পী আক্তার

মানিক (খঞ্জরি) ও সহশিল্পী রবিদাকে (রবিদা মুজিব পরদেশীর গান করেন)। সঙ্গে গিটারও ছিল। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, কেউ গিটার বাজাতে না পারলেও সেদিন সবাই একবার করে গিটারিস্ট সেজেছিল। পথিমধ্যে গতিরোধ করে দলকে ভারী করলো আরেক ভ্রমণবিলাসী বন্ধু সাজ্জাদ নূর।

আমরা ১৫ নবেম্বর '০৪ তারিখে সাতসকালেই বের হলাম ওভিন আইল্যান্ডের উদ্দেশে। বিদেশের বাড়িতে এক চমৎকার বাঙালি সংস্কৃতির দল দেখে বিদেশীরা সবাই একবার তাকিয়েছিল। সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় ২০ মিনিট ফেরিতে চড়ে সকাল ৯.৩০টায় আমরা পৌঁছলাম ওভিন আইল্যান্ডে। তারপর বাসে চড়ে আরো ১০ মিনিটের পথ পেরিয়ে মি. লো-ই-লিয়েনের গ্রামো বাড়ি। বাড়ির আঙিনায় পা রাখতেই দেখলাম পুরনো টিনের চালাঘর। চালের ওপর গাছের ঝরা পাতা। কুকুরের ঘেউ ঘেউ, মোরগের কুক কুক, মশার ভনভন, আর পাখির কিচিরমিচির কোলাহল কানে ভেসে আসতেই মনে হলো আমরা এখন আছি ঠিক আমার সোনার বাংলার সেই বালুরচর গ্রামে। শিল্পী আক্তার ভাই হারমোনিয়ামটা কাছে টেনেই সুর উঠিয়ে দিল জাতীয় সঙ্গীত- আমার সোনার বাংলা... আমি তোমায় ভালোবাসি...। তার পরপরই সুর ওঠালেন কুমার বিশ্বজিতের 'আমি একদিন বাঙালি ছিলাম রে...'। এভাবে প্রায় দুপুর ঘনিয়ে এলো। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সবাই একসঙ্গে বসে সঙ্গে নেয়া কিছু শুকনো খাবার দিয়ে লাঞ্চ করে নিলাম। এই ফাঁকে কেউ কেউ খোশ গল্পে মেতেছে। কেউ সাইকেলিং, কেউ ছবি তোলায় ব্যস্ত, কেউ সিঙ্গাপুরের গ্রাম কালচার উপভোগ করছে। এরপর বেলা ২টা থেকে বারবাকিউ পুড়তে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। একদল গানের আসর পেতে বসছে, আরেকদল বারবাকিউ পুড়ছে। মি. লো ছিলেন বারবাকিউ পোড়ায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাই গত বছরের মতো এবার কয়লার আগুন জ্বালাতে কারো চোখের পানি ব্যয় করতে হয়নি। আমাদের সেদিনের বারবাকিউর আয়োজন ছিল চিকেন উইনস, খাসির কাবাব, চিংড়ি মাছ, চিকেন হট ডগ, চতং ফিসবল ইত্যাদি। সবাই হৈ-হুল্লা করে একসময় অবসন্ন। হরেক রকম আনন্দের কোলাহলে কখন যে গোধূলির সোনালি সন্ধ্যা আমাদের আড়ালে অবগাহন হলো টের পাইনি। আমরা ওভিন আইল্যান্ড ছেড়ে বাংলার স্নিগ্ধ সবুজ শ্যামল অনুভূতি নিয়ে রূপকথার শহর সিঙ্গাপুরে ফিরে এলাম। চমৎকার কাটালো এবারের ঈদ একজন বিদেশীর সহায়তায়।

দুলাল মাহমুদ, সিঙ্গাপুর
e-mail:dmahmud75@hotmail.com

ই । টা । লি

কো-অপারেটিভের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ

ইটালীয় আইনের ৬২৬ ধারা মতে শ্রমিকের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। স্থায়ী চাকরি হলে নিয়োগকর্তা আপনাকে সহজে ছাঁটাই করতে পারবে না। আপনি অসুস্থ হলে আপনার বেতনের ৮০% দিতে বাধ্য। যদি আপনাকে কখনো ছাঁটাই করে তবে আপনি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। আপনাকে বাদ দিতে চাইলে কমপক্ষে ৬ মাসের বেতন তো দিতে হবেই, আইনের আশ্রয়ে যদি আপনি জিতে যান তবে যত দিন আপনি নতুন কাজ না পাবেন ততদিন কাজ না করেও ৭০% বেতন পেতে পারেন। তবে অনেক নিয়োগকর্তাই আগেভাগে আপনার কাজের কন্ট্রাকের সঙ্গে সঙ্গে আপনি স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিলেন, এ রকম একটা কাগজে সই নিয়ে নেয়। বেশির ভাগ বিদেশী শ্রমিকই ইটালিয়ান লিখিত ভাষা বোঝে না। অনেক নিয়োগকর্তা চালাকি করে নিজে বাঁচার জন্যে এ কাজটি আগেভাগেই করে ফেলে। যদিও এটি পুরোপুরি অবৈধ। অনেক প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের জন্য কো-অপারেটিভ বা শ্রমিকদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয়। কারণ হলো, সমিতি থেকে গ্রহণ করা শ্রমিকের সঙ্গে নিয়োগকর্তার সরাসরি চুক্তি হয় না, চুক্তি হয় সমিতির সঙ্গে। প্রয়োজনমাফিক তারা শ্রমিক সংগ্রহ করে আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বাদও দিয়ে দিতে পারে। এ জন্য কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যদিও তারা এ জন্য অনেক বেশি খরচ করতে রাজি। আমার নিজের একটা ছোট অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। চাকরি চাই বলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। অভিজ্ঞতার খাতায় রুশ ভাষা জানা আছে লিখায় এক মহিলা রুশভাষী আমাকে একটি ৩ স্টার আবাসিক হোটেলে চাকরির জন্য আমন্ত্রণ জানালো টেলিফোনে। সময়মতো হাজির হলাম। মেয়েটি ইউক্রেনের। বলল, দু'বছর হলো এই হোটেলে কাজ করছে ২ মাসের ছুটিতে বাড়ি যাবে। আমাকে এই দু'মাসের জন্য ওর পদে কাজ করতে হবে। তারপর নিয়ে গেল হোটেল মালিকের কাছে। মেয়েটি অনুরোধ করলো আমাকে কাজটি দেয়ার জন্য। মালিক আমাকে বললো, আমরা সরাসরি নেব না, তোমাকে একটা কো-অপারেটিভের ঠিকানা দিচ্ছি, ওখানে যাও, ওদের সঙ্গে কন্ট্রাক করে কাজে লেগে পড়। আমি বেতনের কথা জিজ্ঞেস করতে জানালো আমরা সমিতিকে ঘণ্টা প্রতি সাড়ে দশ EURO করে দেই। অনেক বেতন দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে সমিতি অফিস খুঁজে বের করলাম। সমিতি আমাকে তাদের সব কাগজপত্র তৈরি করে বললো, ঘণ্টায় তোমার ৫.২০ (পাঁচ ইউরো কুড়ি সেন্ট) অসুস্থতার কোনো পয়সা নেই। উৎসব ভাতা নেই। কাজ করলে পয়সা না করলে না। তারপর আমি আবার গেলাম হোটেলের মালিকের কাছে। বললাম, তুমি আমাকে ৮ ইউরো করে ঘন্টা দিও তবুও সরাসরি ২ মাসের জন্য রাখ। এমনকি ইউক্রেনিয়ান মেয়েটিও অনুরোধ জানালো, তাতেও রাজি হলো না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এ কাজটি করা হয়নি।

কো-অপারেটিভ বা সমিতিগুলোর চতুরতা সম্পর্কে কিছু না বললে অনেক কিছু না বলা থেকে যাবে। আপনি যখন এই সমিতির মাধ্যমে কাজে নিয়োগ হবেন তখন আপনার সঙ্গে সমিতির কন্ট্রাক হয় আপনিও একজন সদস্য। এর সুবিধা-অসুবিধা আয়-ব্যয়ের আপনিও একজন অংশীদার। সমিতির মাথায় যারা বসে আছে তারা যোগাযোগ গড়ে তোলে মালিকদের সঙ্গে। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাপ্লাই দেয়, মালিকদের কাছ থেকে মজুরি তারা যা আদায় করে তার অর্ধেক দেয় শ্রমিককে, বাকি অর্ধেক তাদের নিজেদের পকেটস্থ করে। লাভের টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় দেখিয়ে পুরো টাকাটাই হজম করে ফেলে সমিতির কর্তারা। বেশি বিপদে পরলে অর্থাৎ আয়কর জটিলতায় পড়লে কয়েক দিন বা বছর পরপর শুধু সমিতির নাম বদল হয়। অর্থাৎ নতুন বোতলে পুরনো মদ। সবচেয়ে খারাপ লাগে DHL, SONY, TNT, HOLIDAY INN, প্রায় সবাই তাদের কাজের জন্যে শ্রমিক, কর্মচারী সংগ্রহ করতে সমিতির ওপর নির্ভর করে। সমিতিগুলোও শ্রমিক আইনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার রাস্তা সুচতুরভাবে প্রয়োগ করে।

ইটালিতে যারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, মিল, চামড়ার কারখানাসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করেন না কেন, বেশির ভাগ জায়গায়ই NERO অর্থাৎ কালো টাকায় শ্রমিক মজুরি পেয়ে থাকেন। যেমন অনেক প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে ২৪-৩০ ঘণ্টার কন্ট্রাক করে তাকে দিয়ে পুরো সময় কাজ করিয়ে নেয়। অর্থাৎ সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা বা ৫০ ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেবে। অতিরিক্ত কাজের জন্য ওভারটাইম হিসেবে বিবেচিত হবে। ওভারটাইমের পয়সা সরকারকে কর ফাঁকি দেয়ার জন্য হাতে হাতে পে করবে। আমার পরিচিত একজন ইটালিয়ান চেইন রেস্টুরেন্টের Pastarito Pizzarito-এর কাগজপত্রে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে জমা হয় বেতন ৮০০ Euro অথচ হাতে হাতে সে পায় আরো ৫০০ Euro । এভাবে কর ফাঁকি দেয়ার একটা প্রবণতা ইটালিতে খুবই দেখা যায়। এ কারণে আমার ধারণা, হয়তো সরকার তার নাগরিকদের নাগরিক সুযোগ-সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত করে আসছে। প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়াতে নাগিরক অধিকার পাওয়া যায়।

Shaheedul Islam, shakhidul@yahoo.com